রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

১৭

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২৫, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জুলাই ২০০৬ ইং

নং ২৬-মুঃপ্রঃআইন/০৬— সরকার কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রীপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত ১৯৪৭ সালের ৫৭ নং আইন এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিলঃ—

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

১৯৭৪ সালের ৫৭ নং আইন

বাংলাদেশের ক্রীড়া উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রীড়া কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের জন্য পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশে ক্রীড়া উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রীড়া কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পরিষদ গঠন করা সমীচীন;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই আইন [১][জাতীয় ক্রীড়া [২][*পরিষদ] আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

[৪][(ক) [৩]["পরিষদ"]অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় ক্রীড়া [২][*পরিষদ];

(খ) "চেয়ারম্যান," "সচিব" এবং "কোষাধ্যক্ষ" অর্থ যথাক্রমে [৩][পরিষদ] এর চেয়ারম্যান, [৫][সচিব] ও কোষাধ্যক্ষ;

(গ) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি;

(ঘ) "জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা" অর্থ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত একটি সংস্থা;

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) "ক্রীড়া" অর্থ বিনোদনের জন্য শারীরিক কসরত সম্বলিত কোন খেলা এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্রীড়া হিসাবে যে সকল খেলাধুলা ঘোষণা করে, ইহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **পরিষদের গঠন ও নিগমবন্ধন**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করিবে।

(২) পরিষদ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অবস্থাবর উভয় প্রকারের সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে।

[৬][৪। **পরিষদ গঠন**।—(১) পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) [৭][বিলুপ্ত];

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) তফসিলের প্রথম ভাগের ক্রমিক ১ হইতে ২৫ এর বর্ণনা অনুযায়ী সংস্থাসমূহের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঙ) তফসিলের প্রথম ভাগের ক্রমিক ২৫ এর বর্ণনা অনুযায়ী জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের প্রত্যেকটির একজন করিয়া প্রতিনিধি স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

১। ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।
২। ১৯৯১ সালের ৭ নং আইনের ২(খ) ধারাবলে বিলুপ্ত।
৩। উপরোক্ত আইনবলে "বোর্ড" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।
৪। ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং আইনের ৪ ধারাবলে দফা (ক) ও (খ) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।
৫। ১৯৭৮ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশের ২ ধারাবলে "মহাসচিব" শব্দগুলোর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।
৬। ১৯৭৬ সনের ৩৫ নং আইনের ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।
৭। ১৯৭৮ সালের ৫৩ নং অধ্যাদেশের ৩(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(চ) অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ছ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(জ) তফসিলের তৃতীয় ভাগের বর্ণনানুযায়ী সংগঠনসমূহের প্রত্যেকটির একজন করিয়া প্রতিনিধি স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঝ) তফসিলের চতুর্থ ভাগের বর্ণনানুযায়ী সংগঠনসমূহের প্রত্যেকটির একজন করিয়া প্রতিনিধি স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঞ) সরকার কর্তৃক দুইজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মনোনীত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্য ব্যতীত, [১][পরিষদ] এর যে কোন সদস্যের কার্যকাল চার বৎসর হইবে।

(৩) যে ব্যক্তি মনোনয়নের ভিত্তিতে [১][পরিষদ] এর সদস্য হইয়াছেন তিনি [১][পরিষদ] এর সদস্য হিসাবে তাহাকে মনোনয়ন প্রদানকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহারযোগ্য হইবেন।]

[২][৫। **চেয়ারম্যান**।—ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং মন্ত্রী না থাকিলে, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মন্ডলীর মধ্যে হইতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য অথবা রাষ্ট্রপতির মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তি, পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির চেযারম্যান হইবেন।]

৬। [৩][**বিলুপ্ত**]।

৭। [৪][**সচিব**।—(১) পরিষদের একজন সচিব থাকিবেন যিনি সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ শর্তে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন।

(২) পরিষদ অথবা নির্বাহী কমিটি, সময়ে সময়ে, যেরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করিবেন, সচিব সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।]

৮। **কোষাধ্যক্ষ**।—পরিষদে সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন এবং তিনি নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

৯। [৫] [**বিলুপ্ত**।]

১০। **পরিষদের কার্যাবলী**।—পরিষদের কার্যাবলী হইবে—

(ক) বাংলাদেশের ক্রীড়া উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রীড়া কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;

(খ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহের স্বীকৃতি এবং অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাসমূহের অধিভুক্তকরণ;

(গ) ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সমপর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ের যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতার মান উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন;

(ঘ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহের জন্য প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঙ) বহির্বিশ্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াদলসমূহের অংশগ্রহণের বন্দোবস্তকরণ;

১। ১৯৯১ সনের ৭ নং আইনের ধারা ২ এর দফা 'ক' দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২। ১৯৭৮ সালের ৫৩ নং অধ্যাদেশ এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৩। ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত।
৪। ১৯৭৮ সালের ৫৩ নং অধ্যাদেশ এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৫। ১৯৭৮ সালের ৫৩ নং অধ্যাদেশ এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।

(চ) ক্রীড়া কর্মকান্ডের নিমিত্ত ক্রীড়া সংস্থাসমূহের জন্য অনুদান এবং স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল ও ব্যায়ামাগার নির্মাণের জন্য সুবিধাদি প্রদান;

(ছ) বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা যেমন-স্টেডিয়াম, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ এবং প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ;

(জ) অবসরগ্রহণকারী অভাবগ্রস্ত ও খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

(ঝ) সকল ক্রীড়া সংগঠক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঞ) সকল ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের বিষয়ে পুস্তক, সাময়িকী, পুস্তিকা ও অন্যান্য ক্রীড়া বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশনা; এবং

(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

১১। **নির্বাহী কমিটি**।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান, [১][পদাধিকারবলে];

(খ) একজন ভাইস চেয়ারম্যান, [২][যিনি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন];

(গ) [৩][বিলুপ্ত];

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ, পদাধিকারবলে;

(ঙ) [৪][সরকার কর্তৃক মনোনীত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি];

(চ) তফসিলের প্রথম ভাগের ক্রমিক ১ হইতে ১০ এ বর্ণিত সংস্থাসমূহের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন করিয়া প্রতিনিধি;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অথবা আন্তঃবাহিনী ক্রীড়া পরিষদের একজন সদস্য;

(জ) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন সদস্য যিনি উক্ত বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঝ) ক্রীড়াক্ষেত্রে দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তি যাহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) [৫][পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিব যথাক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও সচিব হইবেন]।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত, নির্বাহী কমিটির সদস্যের কার্যকাল চার বৎসর হইবে।

(৪) যে ব্যক্তি মনোনয়নের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটির সদস্য হইয়াছেন তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহারযোগ্য হইবেন এবং এইরূপ প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটিতে তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটিবে।

[১] ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[২] ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[৩]। ১৯৭৮ সালের ৫৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত।
[৪]। ১৯৭৬ সালের ৭১ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত।
[৫]। ১৯৭৮ সালের ৫৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১২। **নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী।**—(১) পরিষদের প্রশাসন নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত হইবে এবং পরিষদের ক্ষমতার আওতায় যে কোন বিষয়ে দায়িত্ব পালন করিবে;

(২) পূর্ববর্তী বিধানের সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া নির্বাহী কমিটির সুনির্দিস্ট কার্যাবলী—

(ক) পরিষদের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং নির্ধারিত শর্তে পরিষদের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা;

(গ) অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষক, রেফারি ও ক্রীড়াবিদদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য উৎসাহ প্রদান করা;

(ঘ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থার নিকট তহবিল, অনুদান ও সহায়ক তহবিলের বরাদ্দ এবং তদন্তকল্পে উহাদের নিরীক্ষিত হিসাব তলব করা;

(ঙ) বিদেশগামী ক্রীড়াদল এবং সহগামী কর্মকর্তাগণের নিয়োগ অনুমোদন করা;

(চ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহের স্বীকৃতি প্রদান এবং ক্রীড়ার উন্নতি সাধনের স্বার্থে যেরূপ নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করে সেইরূপ নির্দেশনা প্রদান করা;

(ছ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া এসোসিয়েশন, ফেডারেশন বা অনুরূপ কোন সমিতিতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতি বিবেচনা ও অনুমোদন করা; এবং

(জ) পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

১৩। **পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভা।**—(১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান অনুরূপ সভা আহ্বান করিবেন।

(২) পরিষদ সভার ক্ষেত্রে একুশজন সদস্য এবং নির্বাহী কমিটি সভার ক্ষেত্রে সাতজন সদস্য লইয়া কোরাম হইবে।

(৩) পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত ভোট প্রদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, কিন্তু সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি ভোট প্রদানে বিরত থাকিবেন তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

(৪) [৬] চেয়ারম্যান পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিবেন।

(৪ক) চেয়ারম্যান অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভার সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।]

(৫) কেবল পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির কোন পদের শূন্যতা বা গঠনে ত্রুটির কারণে পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

[৬] ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশের ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৪। **পরিষদের কোন সদস্যের অসদাচরণ**।—যেক্ষেত্রে, নির্বাহী কমিটির প্রতিবেদনে কোন সাহায্য এমন কোন অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন যে, তাহাকে পরিষদের সদস্য হিসেবে আর বহাল রাখা যায় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, পরিষদ উহা প্রতিবেদনে যথার্থ বলিয়া ঘোষণা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যে ব্যক্তি অনুরূপ সিদ্ধান্তের সহিত সম্পর্কিত, উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার তারিখ হইতে তিনি পরিষদে তাহার সদস্যপদ হারাইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্যকে উক্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের বিপক্ষে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কোন প্রতিবেদন প্রণীত হইবে না।

[১][১৫। **পরিষদের তহবিল**।—(১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে পরিষদের যাবতীয় প্রাপ্তিসমূহ জমা হইবেঃ—

(ক) সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(খ) সদস্য ফি;

(গ) নগদ অথবা পণ্য রূপ দান;

(ঘ) পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রবেশের জন্য টিকিটের বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ফি বা অন্য যে কোন আদায়কৃত অর্থ।

(২) জাতীয় পরিষদ তহবিল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতনভাতা প্রদানসহ এমন সকল ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত হইবে যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আবশ্যক এবং অনুরূপ বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত ব্যয়ের পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।]

১৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ও নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বে বার্ষিক বাজেট বিবরণী নামে পরবর্তী বৎসরের ব্যয় প্রাক্কলন এবং সরকারের নিকট হইতে উক্ত অর্থ বৎসরে যে পরিমাণ সম্ভাব্য অর্থ প্রয়োজন ইহা উল্লেখ করিয়া তিন প্রস্থ বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী পরীক্ষার পর সরকার উক্ত বিবরণী পরিবর্তন করিয়া বা উহা অপরিবর্তিত রাখিয়া উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট যে পরিমাণ অনুদান পরিষদ আশা করিতে পারে ইহার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনটি ফেরত পাঠাইবে এবং তদনুসারে পরিষদ ইহার বাজেট সংশোধন করিবে।

১৭। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) নির্ধারিত পন্থায় পরিষদ ইহার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং হিসাবসমূহ নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ প্রতি বৎসর পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

১৮। **প্রতিবেদন ও বিবরণ**।—(১) সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ প্রতিবেদন, বিবরণী ও বর্ণনা পরিষদের নিকট চাহিবে, পরিষদ তাহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসরের সমাপ্তির পর যতশীঘ্র সম্ভব মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং উক্ত অর্থ বৎসরের কর্মকান্ডের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক গৃহীত নিরীক্ষিত হিসাব এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং সংসদে উত্থাপিত হইবে।

---

[১] ১৯৭৬ সালের ৭১ নং অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৯। **নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।**—সরকার সময়ে সময়ে পরিষদের কর্মকান্ডের দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে যেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং পরিষদ উক্ত নির্দেশনা মানিয়া চলিবে।

[১][২০। **কতিপয় সংস্থার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইন অথবা যে কোন প্রকার সমঝোতা, চুক্তি, স্মারক বা সংঘবিধি অথবা অন্য যে কোন আইনী দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলের প্রথম ভাগের ১ হইতে ২২ এ বর্ণিত অনুরূপ কতিপয় সংস্থার প্রধান হিসাবে একজন করিয়া সভাপতি থাকিবেন যিনি নির্ধারিত বিধি মোতাবেক নির্বাচিত অথবা, ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং অনুরূপ সংস্থার গঠনতন্ত্র অথবা স্মারক বা সংঘবিধিতে ভিন্ন কিছু থাকিলে উহা সংশোধিত ও তদনুসারে কার্যকর হইবে।]

[২][২০ক। **পরিষদের কতিপয় সংস্থার নির্বাহী কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা, ইত্যাদি।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, সমঝোতা অথবা চুক্তি, স্মারক, সংঘবিধি বা অন্য কোন আইনী দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিষদ নিম্নরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইবে—

(ক) পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত যে কোন বা সকল সংস্থার জন্য স্বীকৃত গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা ;

(খ) যে ক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন সংস্থার নির্বাহী কমিটি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পরিষদের অভিমত অনুসারে যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অথবা এমনভাবে দায়িত্ব পালন করে যাহা সংস্থার স্বার্থে পরিপন্থী, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্বাহী কমিটিকে ভাঙ্গিয়া তদস্থলে একটি এ্যাড-হক কমিটি নিয়োগ করা ;

(গ) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিতব্য তারিখের পূর্বে তফসিলের প্রথম ভাগের ১ হইতে ২২ এ বর্ণিত সংস্থার নির্বাহী কমিটি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া ;

(ঘ) প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে একটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা।]

[৩][২১। **সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি।**—পরিষদ গঠনের পরঃ—

(ক) সরকারী রেজুলেশন এসভিআই নম্বর/৬৭-ইডিএন, তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২-এর মাধ্যমে স্থাপিত কমিটির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং সকল অধিকার, স্বত্ত্ব, দায়-দেনা ও কর্তব্য পরিষদের উপর অর্পিত হইবে; এবং

[৪][(খ) উক্ত কমিটির সকল কর্মচারী পরিষদের কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইবে।]

২২। **বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা।**—এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **রহিতকরণ।**—ক্রীড়া (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ), এতদ্বারা রহিত করা হইল।

তফসিল

প্রথম ভাগ

১. [৫][বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।
২. বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।
৩. বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন।
৪. বাংলাদেশ এ্যামেচার এ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন।

১। ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ ও ২০০৩ সালের ১২ নং আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২। ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৩। ১৯৭৬ সালের ৭১ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত।
৪। ১৯৭৬ সালের ৭১ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত।
৫। ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫. বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন।
৬. বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন।
৭. বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক ফেডারেশন।
৮. বাংলাদেশ রাইফেল শ্যুটিং ফেডারেশন।
৯. বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন।
১০. বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন।
১১. বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন।
১২. বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন।
১৩. বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন।
১৪. বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন।
১৫. বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন।
১৬. বাংলাদেশ লন টেনিস ফেডারেশন।
১৭. বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন।
১৮. বাংলাদেশ ভারোত্তলন ফেডারেশন।
১৯. বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশন।
২০. বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।
২১. বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন।
২২. বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন।
২৩. পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত একটি জেলার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি।]

দ্বিতীয় ভাগ

[১][বিলুপ্ত]

তৃতীয় ভাগ

১. আর্মি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
২. বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৩. নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৪. পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৫. রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

চতুর্থ ভাগ

১. আন্তঃ বোর্ড ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
২. আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

[১] ১৯৭৬ সালের ৩৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত